ঘাটশিলা তখন এখনকার মতো এমন শহর হয়ে ওঠেনি। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে নয়ন মনোহর এই ঘাটশিলায় যাত্রীদের থাকবার জন্য একটি ধর্মশালা ছিল। আর আশপাশে ছিল কাঁচা পাকা কিছু বাড়ি। ঘন শালবন ও পাহাড়ের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এ ঘাটশিলার বুক চিরে রুপোলী ফিতের মতো দিগন্তে লীন হওয়া গ্যালুডির পথ ছিল নয়নসুখের এক বিস্তীর্ণ রেখা।

আমরা পড়ন্ত বিকেলে নাগপুর প্যাসেঞ্জার থেকে ঘাটশিলায় যখন নামলাম তখন চারিদিকের অরণ্য প্রকৃতি এক অপূর্ব শোভায় ঝলমল করছে। সেই প্রথম আমাদের ঘাটশিলায় যাওয়া। স্টেশন থেকে হাঁটা পথে দু'এক মিনিট যাবার পরই ধর্মশালাটা পেয়ে গেলাম। একেবারে ফাঁকা। কোন যাত্রী নেই। কাজেই ঘর পেতে অসুবিধে হ'ল না আমাদের। প্রতিদিনের জন্য একটি ঘরের ভাড়া চার আনা। আমরা ধর্মশালার ম্যানেজারের খাতায় এখানকার প্রথা অনুযায়ী নিজেদের নাম-ধাম এবং এখানে আসার কারণ ইত্যাদি লিখে একটি ঘর চেয়ে নিলাম। সঙ্গে আনা বেডিং এবং হাল্কা ধরণের মালপত্তরগুলো ঘরে রেখে তালা চাবি দিয়ে শেষ বিকেলের শেষ রঙটুকু আকাশের পট থেকে মুছে যাবার আগে পর্যন্ত দোকান বাজারগুলো একটু ঘুরে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

স্টেশনের কাছেই একটি দোকানে গরম গরম জিলিপি ও সিঙাড়া ভাজতে দেখে এসেছি। সেখানে গিয়ে বাইরে রাস্তার ওপর পাতা বেঞ্চিতে বসে তিন বন্ধুতে মজা করে তাই খেতে লাগলাম। তারপর ওখানকার স্থানীয় দু'একজন লোক, যারা ঐ দোকানে আড্ডা দিতে বা চা খেতে এসেছিল তাদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলি কোথায় কি আছে না আছে সে সম্বন্ধে খোঁজ-খবরও নিতে লাগলাম।

ক) লেখক কীসে চড়ে ঘাটশিলায় পৌঁছলেন?

খ) লেখক 'নয়নসুখের এক বিস্তীর্ণ রেখা' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

গ) ধর্মশালায় পৌঁছে লেখক ও তার সঙ্গীদের ঘর নেওয়ার জন্য কী কী করতে হয়েছিল?

ঘ) সন্ধ্যাবেলা তারা কীভাবে মজা করে কাটালেন?

ঙ) "তিন বন্ধুতে মজা করে তাই খেতে লাগলাম" - বাক্যটিকে সাধুভাষায় লেখ। ❑❑